ক. ধর্মত্যাগ:

- **হারূনের দুর্বলতা (যাত্রাপুস্তক 32:1-5)**
  - যদিও হিব্রু শব্দ *এলোহিম* "দেবতারা" -র বহুবচন, তবুও সাধারণত এটি একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে বোঝায়: *"আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর \[এলোহিম], যিনি তোমাদের মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছি" * (যাত্রাপুস্তক 20:2)।
  - মোশির অনুপস্থিতিতে, লোকেরা হারূনের কাছে অনুরোধ করল যেন তিনি তাদের জন্য একটি দৃশ্যমান *এলোহিম* তৈরি করেন, যাকে তারা উপাসনা করতে পারে (যাত্রাপুস্তক 32:1)। তারা শীঘ্রই সেই আজ্ঞাগুলি এবং সেগুলি পালনের জন্য তাদের অঙ্গীকারকে ভুলে গেল (যাত্রাপুস্তক 24:7)।
  - লোকদের সঙ্গে আপস করার চেষ্টায় হারূনের প্রাথমিক দ্বিধা (যাত্রাপুস্তক 32:2) ধর্মত্যাগ দূর না করে, বরং সেটিকে আরও এগিয়ে নিল।
  - মূর্তি তৈরি করার বিরুদ্ধে সতর্ক করার পরিবর্তে, হারূন তাদের জন্য একটি সোনার বাছুর বানালেন এবং ঘোষণা করলেন: *"হে ইস্রায়েল, এই হল তোমার ঈশ্বর \[এলোহিম], যে তোমাকে মিসর দেশ থেকে মুক্তি দিয়েছে!"* (যাত্রাপুস্তক 32:4)।

- **বাছুরের উৎসব (যাত্রাপুস্তক 32:6)**
  - বাছুর আকৃতির মূর্তি তৈরি করে, ইস্রায়েলীয়রা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পশুর রূপে নামিয়ে আনল এবং সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে সৃষ্টির উপাসনা করল (রোমীয়দের 1:23)।
  - তারা অযৌক্তিকভাবে ভেবেছিল যে একটি খোদাই করা মূর্তি তাদের পথ দেখাতে পারে। হয়তো তারা এ-ও ভেবেছিল যে *এলোহিম* নিজেই বাছুর হয়ে গেছেন! (যাত্রাপুস্তক 32:24)।
  - আসলে, তারা ঈশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করে দুষ্ট আত্মাদের উপাসনা শুরু করল (দ্বিতীয় বিবরণ 32:17)। ঈশ্বরের উপাসনা করতে করতে তারা নৈতিকভাবে উন্নত হচ্ছিল, কারণ তারা ঈশ্বরের মতো হয়ে উঠছিল।
  - দুষ্ট আত্মাদের উপাসনা করে তারা নিজেদের হেয় করল, কারণ তারা যাদের উপাসনা করছিল, তাদের মতোই হয়ে যাচ্ছিল।
  - যখন আমরা আমাদের হৃদয় সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করি না, বরং অন্য কোনো মূর্তির দাসত্ব করি (এবং এরকম মূর্তি বহু আছে), তখন দেরি হোক বা সই, তা আমাদের নৈতিক পতনের দিকে ঠেলে দেয়।

- **মূর্তিপূজার দূষণ (যাত্রাপুস্তক 32:7-8)**
  - কোনো মূর্তির সামনে নত হওয়া (যদিও সেটি ঈশ্বর, খ্রিস্ট বা তাঁর সন্তদের প্রতিনিধিত্ব করে) ঈশ্বরের আইনের অবাধ্যতা (যাত্রাপুস্তক 20:3-6), এবং সেইজন্য পাপ ও দূষণের মধ্যে প্রবেশ।
  - ২১ শতকের মূর্তিপূজা কী? মূর্তিপূজা হলো এমন কিছুর উপাসনা করা যা ঈশ্বরের স্থান নেয়। মূর্তি হলো সেই জিনিস যা আমাদের কল্পনা, স্নেহ, সময় ও মনকে ঈশ্বরের চেয়ে বেশি দখল করে নেয় এবং আমাদের চিন্তাকে দাস বানায়।
  - আমরা কোন কোন মূর্তির উপাসনা করি? আমরা নিজেদের তালিকা তৈরি করতে পারি। কিছু উদাহরণ: অহংকার, টাকা, ক্ষমতা, যৌনতা, ভোজন, কাজ, সামাজিক মাধ্যম...
  - এই মূর্তিগুলোর উপাসনা করার মানে কী? আমাদের চরিত্র, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, এমনকি সামাজিক জীবনও বদলে যায়। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সত্যিকারের সম্পর্ককে ফাঁপা ও অর্থহীন সম্পর্ক দিয়ে বদলে ফেলি, যা আমাদের রক্ষা করতে পারে না।

খ. মধ্যস্থতা:

- **"তোমার জ্বলে ওঠা ক্রোধ শান্ত করো!" (যাত্রাপুস্তক 32:9-29)**
  - ঈশ্বর মোশিকে বললেন: *"কারণ তোমার জাতি, যাদের তুমি মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছ, তারা বিপথে চলে গেছে" * (যাত্রাপুস্তক 32:7)।
  - মোশি সঠিকভাবে উত্তর দিলেন: *"তারা আমার জাতি নয়, বরং তোমার জাতি; আমি তাদের বের করিনি, তুমি-ই তাদের বের করেছ" * (যাত্রাপুস্তক 32:11)। ঈশ্বর তাঁকে ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার অনুমতি চাইছিলেন (যাত্রাপুস্তক 32:10), কিন্তু মোশি তা অস্বীকার করলেন।
  - ঈশ্বরের ক্রোধ ন্যায্য ছিল, কিন্তু মোশি জানতেন যে *"দয়া ন্যায়ের উপর বিজয়ী হয়" * (যাকোব 2:13)। ইস্রায়েলের জন্য মধ্যস্থতা করার পর এবং বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ শান্ত করেছেন, তিনি (নিজে ক্রুদ্ধ হয়ে) পাহাড় থেকে নেমে এলেন (যাত্রাপুস্তক 32:12-15)। ধর্মত্যাগ দেখে, তিনি চুক্তির প্রতীক – পাথরের ফলকগুলো ভেঙে ফেললেন (যাত্রাপুস্তক 32:19)।
  - তাঁর ভাইয়ের দুর্বল অজুহাত শোনার পর, মোশি গোলযোগ থামাতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন (যাত্রাপুস্তক 32:20-28)।

- **“তোমার লিখিত বই থেকে আমার নাম মুছে ফেলো!” (যাত্রাপুস্তক 32:30-32)**
  - প্রথম মধ্যস্থতার মাধ্যমে মোশি জনগণের বিনাশ ঠেকিয়েছিলেন। কিন্তু এই পাপের পর স্পষ্ট হলো যে ঈশ্বর তাদের আর আশীর্বাদ দিতে পারেন না। তাই তিনি আবার মধ্যস্থতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন (যাত্রাপুস্তক 32:30)।
  - যদি জনগণ ক্ষমা না পেত, তবে মোশি তাঁর নিজস্ব পরিত্রাণ হারাতে প্রস্তুত ছিলেন (যাত্রাপুস্তক 32:31-32)। তবে, তিনি যে ক্ষমা চাইলেন তা সাধারণ ক্ষমা ছিল না, কারণ তিনি *“ক্ষমা” *-র জন্য প্রচলিত হিব্রু শব্দ ব্যবহার করেননি। তিনি ঈশ্বরকে জনগণের পাপ *“উঠিয়ে নেওয়ার” * জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।
  - এর মানে ছিল, ঈশ্বর পাপ নিজের ওপরে নেবেন, তা বহন করবেন এবং তার মূল্য চুকাবেন: মৃত্যু (যিশাইয় 53:6; রোমীয়দের 6:23)। যিশুই ক্রুশে ঠিক এই কাজ করেছিলেন। তিনি আমাদের পাপ নিজের ওপরে নিলেন, যাতে তিনি সেই মৃত্যুতে মরতে পারেন, যেটির যোগ্য আমরা ছিলাম (1 পিতর 2:24)।